দৈনিক খবর

তারিখ 19 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

ডক্টরস ক্যাফেটারিয়ায় ঝটিকা হামলা

চট্টগ্রাম মেডিকেলে দুষ্কৃতকারীদের গুলী ইন্টার্নী ডাক্তারসহ নিহত ৩ ঃ আহত ২৫

।। স্টাফ রিপোর্টার

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডক্টরস ক্যাফেটারিয়ায় গতকাল দুপুরে অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারীদের গুলীতে একজন ইন্টার্নী ডাক্তারসহ ৩ জন ঘটনাস্থলে নিহত ও প্রায় ২৫জন আহত হয়েছেন। গুলীবিদ্ধ ৯ জনের অবস্থা আশংকাজনক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সশস্ত্র ব্যক্তিরা ঝড়ের বেগে এলোপাতাড়ি গুলীবর্ষণ করেই পালিয়ে যায়। তাদের পরিচয় জানা যায়নি। এ ঘটনায় মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসসহ সমগ্র চট্টগ্রামে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসসহ বন্দরনগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিএমএ সন্ত্রাসী এ হামলায় চিকিৎসক নিহত হওয়ার প্রতিবাদে আজ শোক দিবস ও আগামীকাল দেশব্যাপী পূর্ণদিবস চিকিৎসক ধর্মঘট ঘোষণা করেছে।

বেলা পৌনে ১২টায় ১০/১২ জনের সশস্ত্র দুর্বৃত্তদল হঠাৎ এ হামলা চালায়। তারা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাফেটারিয়ায় ঢুকে বেপরোয়া গুলীবর্ষণ করলে ঘটনাস্থলেই ইন্টার্নী ডাক্তার মিজানুর রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র বোরহান উদ্দিন এবং ফসিউল আলম নামের অপর একজন নিহত হয়। তাদের শরীর গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ডাঃ মিজানুর রহমান চা খেতে ক্যান্টিনে প্রবেশ করামাত্র গুলীবিদ্ধ হন। তার গ্রামের বাড়ী চাঁদপুরে। সশস্ত্র ব্যক্তিদের

৭–এর পাতা ৭ম কঃ দেখুন

চট্টগ্রাম মেডিকেলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এলোপাতাড়ি গুলীবর্ষণে ক্যান্টিনে অবস্থানরত আরও প্রায় ২৫জন আহত হয়। এরমধ্যে বিএমএ'র চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক ডাঃ খুরশিদ জামিল চৌধুরীর অবস্থা সংকটাপন্ন। শরীরে ৪টি গুলীবিদ্ধ এ অবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং তার শরীরে ৩ বার অস্ত্রোপচার করা হয়। এছাড়া অপর গুলীবিদ্ধ ডাঃ শফিউল আজম, ডাঃ ওমর ফারুক, সোমালী ছাত্র হাসান মাহমুদ, ছাত্রদল নেতা সেকান্দার হায়াত খান, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ৫ম বর্ষের ছাত্র আব্দুস সালাম, শহীদুল হক দেওয়ান ও ৪র্থ বর্ষের ছাত্র শারাফাৎ আলমের অবস্থা আশংকাজনক বলে চিকিৎসক জানিয়েছেন।

এদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্র শিবির এ মর্মান্তিক ঘটনার সাথে ছাত্রলীগ (ম–ই) জড়িত বলে দাবী করেছে। ছাত্রদল বলেছে, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ শাখার সভাপতি সেকান্দার হায়াত খানকে হত্যার উদ্দেশ্যেই এ হামলা চালানো হয়। সেকান্দার হায়াত গুলীবর্ষণে গুরুতর আহত হয়েছেন। ইসলামী ছাত্র শিবির গতকাল সন্ধ্যায়ই চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিহত ৩ ব্যক্তিকে শিবির কর্মী বলে দাবী করেছে। শিবির ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল বের করেছে। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে গতকাল এক বিবৃতিতে সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের ৩ জন কর্মী নিহত ও ৫ জন কর্মী আহত হওয়ায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে হামলাকারীদের ছাত্রলীগের সদস্য বলেও দাবী করা হয়।

এদিকে ভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, ছাত্রদল ও এনডিপির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে কোন্দলের জের হিসেবেই এ হামলা চালানো হয়েছে। সাকা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন এনডিপি নেতা সেকান্দার হায়াত খান ছাত্রদলে যোগ দেয় এবং পরে তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি নির্বাচন করা হয়। এ নিয়ে এনডিপির সাথে ছাত্রদলের দলীয় কোন্দল চলছিলো। সেকান্দার হায়াতকে ইতিপূর্বে মেডিকেল কলেজের বিধি বিধি লংঘনের দায়ে বহিষ্কার করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।